নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়

সচেতনতা-স্বীকৃতি-মূল্যায়নঃ শুধু বেঁচে থাকা থেকে সমৃদ্ধির পথে যাত্রা

১৭তম বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবস, ২০২৪

২ এপ্রিল, ২০২৪

বিশেষ ক্রোড়পত্র প্রকাশনায় : সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, সহযোগিতায় : তথ্য অধিদফতর (পিআইডি) এবং চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর (ডিএফপি), তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়, ২ এপ্রিল, ২০২৪/১৯ চৈত্র, ১৪৩০

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
বঙ্গভবন, ঢাকা

বাণী

বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় এ বছরও সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক '১৭তম বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবস' উদযাপনের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই। এ উপলক্ষ্যে আমি দেশের সকল অটিজম ও নিউরো-ডেভেলপমেন্ট ডিস্যাবিলিটি (এনডিডি) বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন ব্যক্তি, তাদের পরিবার এবং অটিজম নিয়ে কর্মরত ব্যক্তি ও সংগঠনসমূহকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি। দিবসটির এবারের প্রতিপাদ্য 'সচেতনতা-স্বীকৃতি-মূল্যায়ন: শুধু বেঁচে থাকা থেকে সমৃদ্ধির পথে যাত্রা' যথাযথ ও সময়োপযোগী হয়েছে বলে আমি মনে করি।

অটিস্টিক ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা আমাদের পরিবার ও সমাজেরই অংশ। সরকার প্রতিবন্ধী ও এনডিডি বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন ব্যক্তিদের সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে অত্যন্ত আন্তরিক। অটিস্টিক ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সমন্বিত উন্নয়ন নিশ্চিতকল্পে সরকার ইতোমধ্যে 'প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার সুরক্ষা আইন, ২০১৩'; 'নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট আইন, ২০১৩'; 'বাংলাদেশ রিহ্যাবিলিটেশন কাউন্সিল আইন, ২০১৮' এবং 'প্রতিবন্ধিতা সম্পর্কিত সমন্বিত বিশেষ শিক্ষা নীতিমালা, ২০১৯' প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করেছে। প্রতিবন্ধিতার ধরণ ও মাত্রা অনুযায়ী চিকিৎসা ও থেরাপি সেবা প্রদানের পাশাপাশি পুনর্বাসনের প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। অটিস্টিক ব্যক্তিদের কাউন্সেলিং ও থেরাপি সেবা প্রদানের জন্য সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আওতায় ইতোমধ্যে অটিজম রিসোর্স সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া অটিজম ও এনডিডি সেবা কেন্দ্র চালুর উদ্যোগ নেয়া হয়েছে যা অটিজম বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন এবং অন্যান্য এনডিডি শিশু ও ব্যক্তিগণের জীবনমান উন্নত করতে ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে বলে আমি মনে করি।

অটিজম ও এনডিডি শিশু ও ব্যক্তিদের জীবনব্যাপী সেবা ও ভালোবাসার প্রয়োজন হয়। তাই অটিজমসহ অন্যান্য প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে কাউন্সেলিং ও রেফারেল সেবা এবং সহায়ক উপকরণ ও সহায়ক প্রযুক্তি প্রদান করে আন্তর্জাতিক মানের সেবা প্রদান নিশ্চিত করতে হবে। অটিজম ও এনডিডি বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন শিশু ও ব্যক্তিদের যথাযথ পুনর্বাসনে সরকারের পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট বেসরকারি ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে এগিয়ে আসতে হবে। সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় অটিস্টিক ও প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর মানসিক উন্নয়ন ও সমৃদ্ধ জীবন গঠনের পথ আরো প্রসারিত হবে- এটাই সকলের প্রত্যাশা।

আমি ১৭তম বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবস উপলক্ষ্যে গৃহীত সকল কর্মসূচির সার্বিক সফলতা কামনা করছি।

জয় বাংলা।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ সাহাবুদ্দিন

মন্ত্রী
সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবস, ২০২৪ উপলক্ষ্যে আমি দেশের সকল অটিজম বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন ব্যক্তি, তাদের পরিবার, কেয়ারগিভার, চিকিৎসক, গবেষক এবং অটিজম বিষয়ে কর্মরত ব্যক্তি ও সংগঠনকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাই।

দিবসটির এবারের প্রতিপাদ্য "সচেতনতা-স্বীকৃতি-মূল্যায়ন: শুধু বেঁচে থাকা থেকে সমৃদ্ধির পথে যাত্রা"। অত্যন্ত সময়োপযোগী এ প্রতিপাদ্য বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে আমরা অটিজম ও স্নায়ু বিকাশজনিত প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সমাজের মূলধারায় সম্পৃক্ত করার পথে পারবো এগিয়ে যেতে। এগিয়ে যেতে পারবো বঙ্গবন্ধু ও বঙ্গবন্ধু কন্যার কাঙ্ক্ষিত সমতা ও সমৃদ্ধির সোনার বাংলাদেশ গড়ার পথে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে সকল নাগরিকের জন্য সমানাধিকারের নিশ্চয়তা রয়েছে। স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দেশের দুস্থ, অসহায় মানুষের কল্যাণে একটি সমতাভিত্তিক রাষ্ট্র গঠন করার জন্য সংগ্রাম করে গেছেন। তাঁর সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশ পরিচালনার দায়িত্ব নিয়ে 'কাউকে পেছনে ফেলে এগিয়ে যাওয়া নয়' এই নীতিতে দেশ পরিচালনা করছেন। এই নীতির আলোকে দেশের দুস্থ, অসহায় জনগোষ্ঠীর পাশাপাশি প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নেও সরকার কাজ করছে।

স্বীকৃত প্রতিবন্ধিতার মধ্যে যে চার ধরণের নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধিতা রয়েছে, তার মধ্যে অটিজম অন্যতম। দেশে এ ধরণের প্রতিবন্ধী ব্যক্তির সংখ্যা ৮৬,১৪৪ জন। অটিজম বিষয়ক সচেতনতা তৈরি ও তাঁদের জীবন প্রণালীর সঠিক ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ, চিকিৎসা সহায়তা ও পুনর্বাসনের লক্ষ্যে সরকার 'নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট আইন, ২০১৩', 'নিউরো ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট বিধিমালা, ২০১৫', 'বাংলাদেশ রিহ্যাবিলিটেশন কাউন্সিল আইন, ২০১৮' এবং 'প্রতিবন্ধিতা সম্পর্কিত সমন্বিত বিশেষ শিক্ষা নীতিমালা, ২০১৯' প্রণয়নপূর্বক ব্যাপক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কন্যা বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার আঞ্চলিক পরিচালক সায়মা ওয়াজেদ বাংলাদেশে অটিজম বিষয়ক সচেতনতা তৈরিতে অগ্রদূতের ভূমিকা রেখেছেন। তিনি অটিজম ও স্নায়ু বিকাশজনিত সমস্যা বিষয়ক জাতীয় উপদেষ্টা কমিটির চেয়ারপার্সন হিসেবে এ বিষয়ক সচেতনতা ও নীতি তৈরিতে সামনে থেকে নেতৃত্ব দিয়েছেন। দেশে এনডিডি ও অটিজম বিষয়ে আজ মানুষের মধ্যে যে ইতিবাচক পরিবর্তন এসেছে এটির সিংহভাগ কৃতিত্ব তাঁর। আজ ঘরে ঘরে বহু অভিভাবক সচেতন হয়েছেন। শনাক্ত হচ্ছে তাঁদের সন্তানদের প্রতিবন্ধিতা। সরকার তাদের পাশে দাঁড়াচ্ছে প্রশিক্ষণ ও চিকিৎসা সেবা নিয়ে। তবে আমাদের যেতে হবে আরও বহুদূর। আমি অভিভাবকদের প্রতি আমার শ্রদ্ধা ও অভিবাদন জানাই। শুধু তারাই জানেন, কত প্রতিবন্ধকতার পাহাড় তাদের অতিক্রম করতে হয় প্রতিনিয়ত।

এনডিডি ট্রাস্টের মাধ্যমে অটিজম ও স্নায়ু বিকাশজনিত প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জীবনকালব্যাপী শিক্ষা, চিকিৎসা, থেরাপি, প্রশিক্ষণ দিয়ে তাঁদের কর্মক্ষম ও দক্ষ করতে নানাবিধ কর্মসূচি চালু আছে। এনডিডি সুরক্ষা ট্রাস্ট ও সাধারণ বীমা কর্পোরেশন এর যৌথ উদ্যোগে 'বঙ্গবন্ধু সুরক্ষা বীমা' চালু করা হয়েছে, যার মধ্যে অটিজম বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরাও রয়েছে। তাঁদের চিকিৎসা সুবিধার জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে। অটিজম বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন শিশু ও ব্যক্তিদের অমৌখিক যোগাযোগের জন্য 'বলতে চাই' এবং তাঁদের ডিজিটাল স্ক্রিনিং ও প্রাথমিক শনাক্তকরণের জন্য 'স্মার্ট অটিজম বার্তা' নামক অ্যাপস তৈরি করা হয়েছে। অটিজম বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন ব্যক্তিদের শিক্ষা ও যত্নে নিয়োজিত শিক্ষক ও কেয়ারগিভারদের বিশেষ প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে।

এনডিডি ব্যক্তিদের সেবা প্রদানে দেশের ১৪ (চৌদ্দ)টি স্থানে পাইলট প্রকল্প হিসেবে 'অটিজম ও এনডিডি সেবা কেন্দ্র' স্থাপন করা হচ্ছে। এছাড়াও দেশের ৮টি বিভাগীয় শহরে '৮টি চিকিৎসা, শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র' স্থাপনের কাজ চলমান রয়েছে। সরকারের পাশাপাশি উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, ব্যক্তি ও গণমাধ্যম অটিজম বিষয়ক সচেতনতা তৈরিতে ভূমিকা রাখবে বলে আমি আশা করি।

আমি ১৭তম বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবস, ২০২৪ উপলক্ষ্যে গৃহীত সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

ডা. দীপু মনি এম.পি.

সচিব
সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

আজ ০২ এপ্রিল ১৭তম বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবস। দিবসটির এবারের প্রতিপাদ্য 'সচেতনতা-স্বীকৃতি-মূল্যায়ন: শুধু বেঁচে থাকা থেকে সমৃদ্ধির পথে যাত্রা'। এবারের প্রতিপাদ্যটি অত্যন্ত সময়োপযোগী এবং অটিজম কার্যক্রমের প্রেক্ষাপটে অটিজম বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন ব্যক্তিদের জীবনধারার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। সারাবিশ্বের প্রতিটি দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও প্রতিবছর ২ এপ্রিল অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে অটিজম সচেতনতা দিবস হিসেবে পালিত হয়ে থাকে।
দিবসটি যথাযথভাবে উদযাপনের জন্য সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়সহ সরকারের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয়, দপ্তর সংস্থা, প্রতিষ্ঠান, সামাজিক সংগঠন ও উন্নয়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে বিভিন্ন ধরনের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।
বাংলাদেশে অটিজম ও স্নায়ু-বিকাশজনিত সমস্যা বা নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল ডিজএ্যাবিলিটি (এনডিডি) বিষয়ক জাতীয় উপদেষ্টা কমিটির প্রাক্তন সম্মানিত চেয়ারপার্সন বর্তমানে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার আঞ্চলিক পরিচালক মিজ সায়মা ওয়াজেদ-এর সুচিন্তিত মতামত ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সদয় দিন-নির্দেশনায় অটিজম এবং প্রতিবন্ধীদের সমাজের মূল স্রোতধারায় অংশগ্রহণের সুযোগ দেয়ার জন্য বিভিন্ন ধরনের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার ও সুরক্ষা আইন, ২০১৩; নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট আইন; ২০১৩ এবং বাংলাদেশ রিহ্যাবিলিটেশন কাউন্সিল আইন, ২০১৮ এবং প্রতিবন্ধিতা সম্পর্কিত সমন্বিত বিশেষ শিক্ষা নীতিমালা, ২০১৯ এর আলোকে নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল ডিজএ্যাবিলিটি ব্যক্তিদের কল্যাণে এবং সুরক্ষা ট্রাস্ট নিরলস কাজ করে যাচ্ছে।
এনডিডি সুরক্ষা ট্রাস্টের আওতায় দেশের ১৪টি স্থানে ৩ বছর মেয়াদি পাইলট প্রকল্প হিসেবে 'অটিজম ও এনডিডি সেবা কেন্দ্র' স্থাপন করা হচ্ছে। এই কেন্দ্রগুলোর মাধ্যমে অটিজমসহ অন্যান্য এনডিডি শিশু ও ব্যক্তিগণকে জীবনচক্রের বিভিন্ন ধাপে সোশ্যাল ও মেডিকেল পদ্ধতির সমন্বয়ে মাল্টি ডিসিপ্লিনারি টিম দ্বারা আন্তর্জাতিক মানের আর্লি ইন্টারভেনশনসহ ১৭ ধরণের বিভিন্ন সেবা প্রদান করা হবে। এছাড়াও দেশের ৮টি বিভাগীয় শহরে '৮টি চিকিৎসা, শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র' স্থাপনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সক্রিয় তত্ত্বাবধান ও নির্দেশনায় এনডিডি সুরক্ষা ট্রাস্ট এনডিডি প্রতিবন্ধী ব্যক্তির জন্য 'বঙ্গবন্ধু সুরক্ষা বীমা', মাতা-পিতার মৃত্যুতে অভিভাবক নিয়োগ কার্যক্রম, এনডিডি শিশু ও ব্যক্তিগণের জন্য অভিভাবকত্ব গ্রহণসহ অন্যান্য সহযোগিতার জন্য সংগঠন নিবন্ধন কার্যক্রম, এককালীন চিকিৎসা অনুদান প্রদান, শিক্ষা উপবৃত্তি প্রদান, বিশেষ বিদ্যালয়ের জন্য শিক্ষা কারিকুলাম প্রণয়ন, ডিজিটাল স্বাস্থ্যসেবা প্রদান, একীভূত শিক্ষার ক্ষেত্রে সহায়তা প্রদান এবং এনডিডি বিষয়ক ব্যাপক প্রচার-প্রচারণা মূলক কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। ট্রাস্ট উদ্ভাবনী কাজের অংশ হিসেবে 'বলতে চাই' ও 'স্মার্ট অটিজম বার্তা' সহায়ক প্রযুক্তি তৈরি করেছে। যার মাধ্যমে যোগাযোগ সহজীকরণ হবে এবং ঘরে বসেই অটিজম আছে কিনা তা জানা যাবে।
এনডিডি সুরক্ষা ট্রাস্ট-এর মাধ্যমে ২০২০-২১ এবং ২০২১-২২ অর্থ বছরে বাংলাদেশের ৫৩টি জেলার ১৯০টি উপজেলার ৩৯০ জন পিতা-মাতা/কেয়ারগিভারকে অটিজম সমস্যাগ্রস্ত শিশু ও ব্যক্তির গৃহভিত্তিক ব্যবস্থাপনা বিষয়ক বিশেষ প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে, যা একটি চলমান কাজ। একইসাথে ৬০টি জেলার ১০৫টি উপজেলার ১১৫টি বিদ্যালয়ের ৪৫০ জন শিক্ষককে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। এছাড়া অটিজমসহ এনডিডি ব্যক্তির কল্যাণে সরকারি অর্থায়নে এবং একইসঙ্গে সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার অংশীদারিত্বে গুচ্ছভিত্তিক উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়নের কাজ শুরু করছে।
জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা বিনির্মাণের অংশ হিসেবে সকলকে সাথে নিয়ে কাউকে পেছনে ফেলে রেখে নয় এই মন্ত্রে উজ্জীবিত হয়ে অটিজম বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন শিশু ও ব্যক্তিসহ সবাইকে নিয়ে কাজ করতে হবে। সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টা থাকলে অটিজম বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন ব্যক্তিরাও পরিণত হতে পারে মানবসম্পদে। 'মাদার অব হিউম্যানিটি' মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার মানবিক ভালোবাসায় ও আশীর্বাদপুষ্ট নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল ডিজএ্যাবিলিটি (এনডিডি) কার্যক্রমের সার্বিক সফলতা কামনা করছি।
আজকের এই দিবসটির সাথে সংশ্লিষ্ট সকল অটিজম বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান ও অভিভাবকদের কৃতজ্ঞতা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি।
জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়তে প্রতিবন্ধীবান্ধব বাংলাদেশ গড়ার জন্য সকলকে একসাথে কাজ করার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি।জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক

মোঃ খায়রুল আলম সেখ

নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট :
অটিজম ও বাংলাদেশ প্রেক্ষিত

আজ ২ এপ্রিল বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবস ২০২৪। অটিজম জীবন বৈচিত্রেরই একটি অংশ। স্নায়ুবিকাশের ভিন্নতাজনিত সীমাবদ্ধ পরিস্থিতিতে এ সকল মানুষ যথাযথভাবে সামাজিক যোগাযোগ, চলাফেরা, ভাববিনিময় এবং দৈনন্দিন কার্যনির্বাহে পরিপূর্ণ অংশগ্রহণে সমর্থ হয় না। ফলে প্রয়োজন হয় জীবনব্যাপী যত্ন পরিচর্যা। অটিজমে আক্রান্ত শিশু ও ব্যক্তিদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে সহায়তার প্রয়োজনীয়তাকে তুলে ধরতে এবং এ বিষয়ে জনসচেতনতা বৃদ্ধি করতে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ ২০০৭ সালে ২ এপ্রিলকে 'বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবস' হিসেবে পালনের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর থেকে প্রতি বছর দিবসটি পালন করা হচ্ছে। সারা বিশ্বের ন্যায় বাংলাদেশেও যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হয়ে আসছে দিবসটি। এবার ১৭তম বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবস ২০২৪-এর প্রতিপাদ্য "সচেতনতা-স্বীকৃতি-মূল্যায়ন: শুধু বেঁচে থাকা থেকে সমৃদ্ধির পথে যাত্রা"।

১৯৭১ সনে স্বাধীনতা অর্জনের অব্যবহিত পরবর্তীতে সংবিধান প্রণয়নের প্রাক্কালে সমাজে নানা কারণে পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার সুসংহত করার লক্ষ্যে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে সরকার কর্তৃক বাংলাদেশের সংবিধানে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অগ্রাধিকার বিষয়টি সন্নিবেশিত করা হয়। ২০০৬ সনের ১৩ ডিসেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ৬১তম অধিবেশনে "প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার সনদ (UNCRPD)" অনুমোদিত হলে বাংলাদেশ ২০০৭ সনে এ সনদে স্বাক্ষর এবং ২০০৮ সনে অনুসমর্থন করে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সুযোগ্য কন্যা আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন অটিজম বিশেষজ্ঞ, বাংলাদেশের অটিজম ও স্নায়ু-বিকাশজনিত সমস্যা বিষয়ক জাতীয় উপদেষ্টা কমিটির প্রাক্তন চেয়ারপার্সন, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা কর্তৃক "এক্সিলেন্স ইন পাবলিক হেলথ এওয়ার্ড" প্রাপ্ত এবং বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া অঞ্চলের পরিচালক মিজ্ সায়মা ওয়াজেদ ২০০৭ সনে বাংলাদেশে অটিজম ও নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধিতা নিয়ে উন্নয়নমূলক কার্যক্রম শুরু করেন এবং এখন পর্যন্ত নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছেন। এক সময় অটিজম ছিল একটি অবহেলিত জনস্বাস্থ্য ইস্যু, এ সম্পর্কে সমাজে বিদ্যমান ছিল নানা ধরনের নেতিবাচক ধারণা। বর্তমান প্রতিবন্ধীবান্ধব সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার সদিচ্ছায় এবং অটিজম ও স্নায়ু-বিকাশজনিত বিশেষজ্ঞ মিজ্ সায়মা ওয়াজেদ-এর একান্ত প্রচেষ্টায় বাংলাদেশ এখন অটিজম বিষয়ে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে।

সাংবিধানিক অধিকার রক্ষায় এবং আন্তর্জাতিক সনদের বাস্তবায়নে সরকার কর্তৃক অটিজম ও স্নায়ুবিকাশজনিত প্রতিবন্ধীসহ সকল প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জীবনমান উন্নয়নে 'প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার ও সুরক্ষা আইন, ২০১৩, নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট আইন, ২০১৩ এবং এ সংক্রান্ত বিধিমালা প্রণয়ন করা হয়। এ সকল আইনি বিধি-বিধান এবং জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন অভিলক্ষ্য রূপায়ন ও বাস্তবায়নে অটিজম ও অন্যান্য এনডিডি বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন ব্যক্তিদের উন্নয়নে সরকার ২০১৪ সনে প্রতিষ্ঠা করে নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট।

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই অটিজম ও অন্যান্য এনডিডি বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন ব্যক্তিদের সার্বিক জীবনমান উন্নয়নে বিভিন্ন কল্যাণ ও উন্নয়নমূলক কার্যক্রমের উদ্যোগ গ্রহণ, কর্মপরিকল্পনা, উন্নয়ন কর্মসূচি ও গঠনমূলক বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। ট্রাস্টের সাম্প্রতিক অর্জন, চলমান কার্যক্রম ও উন্নয়ন কর্মপরিকল্পনা সম্পর্কিত তথ্য নিম্নে তুলে ধরা হলো:

স্বাস্থ্য সম্পর্কিত কার্যক্রম

চিকিৎসা সহায়তা হিসেবে এককালীন অনুদান প্রদান: অর্থ বছর ২০১৭-১৮ হতে এ কার্যক্রম শুরু হয়। চলতি ২০২১-২২ অর্থ বছরে ১৬৫০ জন এনডিডি ব্যক্তিকে ১০,০০০/- (দশ হাজার) টাকা করে অনুদান প্রদানের কার্যক্রম চলমান। এ কার্যক্রমের আওতায় ২০১৭-১৮ অর্থবছর হতে এ পর্যন্ত অনুদান প্রদানের পরিমাণ ৮৯৮.০০ লক্ষ টাকা।

'বঙ্গবন্ধু সুরক্ষা বীমা' প্রবর্তন: এনডিডি ব্যক্তিদের স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিতকল্পে এনডিডি সুরক্ষা ট্রাস্ট ও বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের সমন্বয়ে একটি স্বাস্থ্য বীমা পরিকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের জন্য সাধারণ বীমা কর্পোরেশন ও এনডিডি সুরক্ষা ট্রাস্ট এর মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। গত ১ মার্চ ২০২২ খ্রি. তারিখ জাতীয় বীমা দিবসে এনডিডি ব্যক্তিদের জন্য 'বঙ্গবন্ধু সুরক্ষা বীমা' আনুষ্ঠানিকভাবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী উদ্বোধন করেন। এ বীমার আওতায় বাৎসরিক সর্বোচ্চ ৬০০ টাকা প্রিমিয়াম দিয়ে সর্বোচ্চ ১ লক্ষ টাকার বীমা কভারেজ পাওয়া যাবে। এ পর্যন্ত ২০২ জন উপকারভোগীর মধ্যে ১১.১৫ লক্ষ বীমা দাবী পরিশোধ করা হয়েছে।

ওয়ানস্টপ স্বাস্থ্য সেবা প্রদান: দেশের সকল হাসপাতালে এনডিডি ব্যক্তিদের ওয়ানস্টপ স্বাস্থ্যসেবা প্রাপ্তির লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট হাসপাতালের পরিচালক/তত্ত্বাবধায়ককে প্রধান করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট একটি ওয়ানস্টপ স্বাস্থ্যসেবা প্রদান কমিটি গঠন করা হয়েছে। সে মোতাবেক স্বাস্থ্যসেবা দেয়া হচ্ছে। এ কমিটিকে আরো কার্যকর করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

শিক্ষা সম্পর্কিত কার্যক্রম

বিশেষ শিক্ষা নীতিমালা প্রণয়ন: এনডিডি শিক্ষার্থীদের দক্ষতা উন্নয়নের পাশাপাশি নমনীয়ভাবে মূলধারার শিক্ষার্থীদের সঙ্গে শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি ও সমন্বিতভাবে উপযোগী শিক্ষা প্রদানের লক্ষ্যে সরকার 'প্রতিবন্ধিতা সম্পর্কিত সমন্বিত বিশেষ শিক্ষা নীতিমালা, ২০১৯' প্রণয়ন করা হয়েছে। এ নীতিমালার আলোকে এনডিডি বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের জন্য আলাদা বিদ্যালয় ও এনডিডি ব্যতিত অন্যান্য প্রতিবন্ধীদের জন্য আলাদা বিদ্যালয় পরিচালিত হবে। নীতিমালার সকল বিধিবিধান অনুসরণপূর্বক পর্যায়ক্রমে সরকার কর্তৃক প্রয়োজন অনুযায়ী স্কুল স্থাপন, স্বীকৃতি বা বেতন ভাতা প্রদানের অনুমোদন প্রদান কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

বিশেষ শিক্ষা কারিকুলাম প্রণয়ন: এনডিডি শিক্ষার্থীদের উপযোগী শিক্ষা প্রদানের লক্ষ্যে এনডিডি সুরক্ষা ট্রাস্টের তত্ত্বাবধানে বিশেষ কারিকুলাম প্রণয়ন চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে।

প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

মাতা-পিতা/অভিভাবকগণের প্রশিক্ষণ: গত ২০১৯-২০ অর্থ বছরে ৭০ জন এনডিডি বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন শিশু/ব্যক্তিদের মাতা-পিতা/অভিভাবককে সরাসরি প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে এ কার্যক্রম শুরু হয়। বর্তমানে দেশব্যাপী সরাসরি এবং অনলাইনে এ প্রশিক্ষণ চালু রাখা হয়েছে। শুরু থেকে চলতি অর্থ বছরের এ পর্যন্ত ৮৪০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এটি ট্রাস্টের চলমান কার্যক্রম।

বিশেষ স্কুলের শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ: ২০২০-২১ অর্থ বছর হতে এনডিডি বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের জন্য অনলাইন প্রশিক্ষণ চালু করা হয়। কার্যক্রমটির শুরু থেকে চলতি অর্থ বছরে এ পর্যন্ত ৮৪০ জন শিক্ষককে এ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এটি ট্রাস্টের চলমান কার্যক্রম।

উদ্ভাবনী কার্যক্রম ও ই-সেবা সমূহ

"স্মার্ট অটিজম বার্তা" নামক এ্যাপ প্রণয়ন: এটি একটি কমিউনিটি ভিত্তিক ইন্টারেক্টিভ স্ক্রিনিং টুল (মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন) তৈরি করা হয়েছে। এর মাধ্যমে একটি শিশুর অটিজম আক্রান্ত হওয়ার সন্দেহ থাকলে তা নিরূপণপূর্বক নিকটস্থ উপজেলা হেলথ্ কমপ্লেক্স/ শিশু বিকাশ কেন্দ্র অথবা অটিজম সেবা ও সাহায্য কেন্দ্রে স্বয়ংক্রিয়ভাবে অবহিতকরণসহ রেফারেল সুবিধা যুক্ত হবে।

'বলতে চাই' নামক এ্যাপ প্রণয়ন: এনডডি সুরক্ষা ট্রাস্টের আওতায় 'বলতে চাই' নামক একটি এ্যাপ যা মোবাইল/ট্যাব এর মাধ্যমে ব্যবহার উপযোগী করে অমৌখিক যোগাযোগ প্রযুক্তি (For non-verbal persons) বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে, তা কমিউনিটি পর্যায়ে জনপ্রিয় করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

অ্যাপ্লিকেশন বেইজড ই-সার্ভিস কানেক্টিভিটি প্রকল্প গ্রহণ: অটিজমসহ এনডিডি বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন শিশু ও ব্যক্তিদের জীবনমান উন্নয়নে অ্যাপ্লিকেশন (এ্যাপ) বেইজড ই-সার্ভিস কানেক্টিভিটির আওতায় চিকিৎসা, শিক্ষাসহ নানাবিধ সেবা দেয়ার লক্ষ্যে ৮৪ লক্ষ টাকার একটি প্রকল্প গৃহীত হয়। আইসিটি বিভাগ, এনডিডি সুরক্ষা ট্রাস্ট এবং ই-জেনারেশন এর মধ্যে ত্রিপক্ষীয় সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরমূলে বাস্তবায়িত প্রকল্প হতে মাঠ পর্যায়ে সেবা প্রদানের পর্যায়ে রয়েছে।

উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ

এনডিডি ও অটিজম সেবা দান কেন্দ্র: অটিজমসহ এনডিডি শিশু ও ব্যক্তিদের স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের জন্য নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট কর্তৃক 'অটিজম ও এনডিডি সেবা কেন্দ্র' (এপ্রিল ২০২২ হতে মার্চ ২০২৫) শীর্ষক উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকল্পটির আওতায় ৭টি বিভাগে মোট ১৪টি স্থানে ১৪টি কেন্দ্র স্থাপনের মাধ্যমে এনডিডি শিশু ও ব্যক্তিদের প্রতিবন্ধিতার মাত্রা ও ধরণ অনুযায়ী বয়সভিত্তিক প্রয়োজন মাফিক ১৭ ধরণের সেবা সুবিধা প্রদান করা হবে। ইতোমধ্যে বাড়িভাড়া, জনবল নিয়োগ, যন্ত্রপাতি ও আসবাবপত্র সংগ্রহ ও অন্যান্য কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। সহসাই মাঠপর্যায়ে সেবাব কার্যক্রম শুরুহবে।

দেশের ৮টি বিভাগে ৮টি আবাসন, শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, কর্মসংস্থান ও রিহ্যাবিলিটেশন সেবা কেন্দ্র স্থাপন : ০২ এপ্রিল ২০২২ তারিখ বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবসে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রদানকৃত নির্দেশনার প্রেক্ষিতে নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট কর্তৃক অসহায় এনডিডি শিশু ও ব্যক্তিদের সার্বিক জীবনমান উন্নয়রনের লক্ষ্যে 'দেশের ৮টি বিভাগে ৮টি আবাসন, শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, কর্মসংস্থান ও রিহ্যাবিলিটেশন সেবা কেন্দ্র' শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকল্পটির ডিপিপি অনুমোদনের চূড়ান্তকরণের কাজ মন্ত্রণালয়ে প্রক্রিধীন রয়েছে।

সচেতনতা মূলক কার্যক্রম

Behavior Change Communication (BCC) Materials প্রণয়ন: অটিজম ও এনডিডি ব্যক্তিদের সম্বন্ধে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে সমাজের বিভিন্ন স্তরের ব্যক্তিদের যেমন- মাননীয় সংসদ সদস্য, সরকারি কর্মকর্তা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান, স্কুলের শিক্ষক ও ধর্মীয় নেতাদের জন্য ইঈঈ গধঃবৎরধষং তৈরি ও বিতরণের কাজ চলমান আছে।

সংকলন এবং নির্দেশিকা প্রণয়ন ও বিতরণ: প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য বিদ্যমান আইন, বিধি ও সরকারি আদেশ-নির্দেশনা সমূহের সংকলন, সংগঠন নিবন্ধন নির্দেশিকা এবং অভিভাবক নিবন্ধন নির্দেশিকা সহজীকরণ করে প্রণয়ন করতঃ সংশ্লিষ্টদের নিকট বিতরণ কাজ চলমান আছে।

প্রামাণ্য চিত্র তৈরি: এনডিডি সুরক্ষা ট্রাস্ট কর্তৃক প্রামাণ্য চিত্র তৈরি ও এনডিডি নিয়ে সমাজে প্রচলিত কুসংস্কার ও ভুল ধারণা দূরীকরণ ও সচেতনতা বৃদ্ধিতে টিভিসি প্রণয়ন ও প্রচারসহ ০২ এপ্রিল বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবসসমূহে প্রণীত ডকুমেন্টারি বিভিন্ন টিভি চ্যানেল ও সোশ্যাল মিডিয়াগুলোতে প্রচার কাজ চলমান রয়েছে।

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও ১৭তম 'বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবস-২০২৪' পালন করা হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এ উপলক্ষে আমি বাংলাদেশসহ বিশ্বের সকল অটিজম বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন শিশু, ব্যক্তি ও তাদের পরিবারের সদস্য, পরিচর্যাকারী, অটিজম বিষয়ক গবেষক, শিক্ষক, চিকিৎসক, থেরাপিস্ট, সহায়ক উপকরণ উদ্ভাবকসহ সংশ্লিষ্ট সরকারি ও বেসরকারি সংগঠনসমূহকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

দিবসটির এবারের প্রতিপাদ্য- "সচেতনতা-স্বীকৃতি-মূল্যায়ন: শুধু বেঁচে থাকা থেকে সমৃদ্ধির পথে যাত্রা" অত্যন্ত সময়োপযোগী হয়েছে বলে আমি মনে করি।

আওয়ামী লীগ সরকার অটিজম ও প্রতিবন্ধীবান্ধব সরকার। বিগত ১৫ বছরে আমরা অটিজম বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন ব্যক্তিবর্গসহ সকল প্রতিবন্ধী ব্যক্তির কল্যাণে ব্যাপক পদক্ষেপ বাস্তবায়ন করেছি। এর মধ্যে রয়েছে নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট আইন-২০১৩, প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন-২০১৩, নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী (এনডিডি) সুরক্ষা ট্রাস্ট বিধিমালা-২০১৫, প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা বিধিমালা-২০১৫, বাংলাদেশ রিহ্যাবিলিটেশন কাউন্সিল আইন-২০১৮ এবং প্রতিবন্ধিতা সম্পর্কিত বিশেষ শিক্ষা নীতিমালা-২০১৯। আমাদের সরকার এসকল আইনের সফল বাস্তবায়নে যথাযথ কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। 'কাউকে পিছনে রেখে উন্নয়ন নয়'-এ নীতির আলোকে আমরা সমাজের সকলের জন্য উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে যাচ্ছি।

এনডিডি সুরক্ষা ট্রাস্টের আওতায় চলতি অর্থবছরে (২০২৩-২৪) দেশের ১৪টি স্থানে প্রকল্প হিসেবে ১৪টি 'অটিজম ও এনডিডি সেবা কেন্দ্র' প্রতিষ্ঠার কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এছাড়াও এনডিডি বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন শিশু ও ব্যক্তিদের জন্য দেশের ৮টি বিভাগে ৮টি 'চিকিৎসা, শিক্ষা ও পুনর্বাসন কেন্দ্র' প্রতিষ্ঠার কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এনডিডি ব্যক্তির স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য সাধারণ বীমা কর্পোরেশনের সাথে ট্রাস্ট যৌথভাবে 'বঙ্গবন্ধু সুরক্ষা বীমা' বাস্তবায়ন করছে।

আমাদের সরকার এনডিডি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার সুরক্ষায় 'জাতীয় কৌশল ও কর্মপরিকল্পনা (National Strategz and Action Plan: 2016-2030)' প্রণয়ন করেছে। এই কর্মপরিকল্পনার আলোকে এনডিডি সুরক্ষা ট্রাস্ট অটিজম বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন শিশু ও ব্যক্তির গৃহভিত্তিক পরিচর্যা ও মানসিক স্বাস্থ্যের যত্ন নেয়ার জন্য মাতা-পিতা ও অভিভাবকদের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চালু করেছে। একইসাথে শিক্ষকদেরকেও প্রশিক্ষণের আওতায় আনা হয়েছে। এনডিডি সুরক্ষা ট্রাস্ট অমৌখিক যোগাযোগের জন্য 'বলতে চাই' এবং অটিজম বিষয়ক প্রাথমিক স্ক্রিনিং বা শনাক্তকরণের জন্য 'স্মার্ট অটিজম বার্তা' নামক দুটি অ্যাপস্ তৈরি করেছে।

আমাদের লক্ষ্য ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত-সমৃদ্ধ স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণ। রূপকল্প ২০৪১ বাস্তবায়নে সকলের সাথে অটিজম ও প্রতিবন্ধীতার শিকার ব্যক্তিবর্গকেও সম্পৃক্ত করতে হবে। এ লক্ষ্যে আরও বেশি প্রযুক্তিবান্ধব কার্যক্রম বাস্তবায়ন করতে আমি এনডিডি সুরক্ষা ট্রাস্টকে আহ্বান জানাই। আমার বিশ্বাস, অটিজম বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন শিশু-কিশোরদের সম্ভাবনাগুলোকে চিহ্নিত করে সঠিক পরিচর্যা, শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও স্নেহ-ভালোবাসা দিয়ে মানবিক পরিবেশে গড়ে তোলা হলে তারাও পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের সম্পদ হিসাবে গড়ে উঠবে।

আমি '১৭তম বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবস ২০২৪' উপলক্ষে গৃহীত সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ হাসিনা

সভাপতি
সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত
সংসদীয় স্থায়ী কমিটি
বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

বাণী

আজ ২ এপ্রিল "বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবস ২০২৪" পালিত হচ্ছে। এ বছরের প্রতিপাদ্য, "সচেতনতা-স্বীকৃতি-মূল্যায়ন: শুধু বেঁচে থাকা থেকে সমৃদ্ধির পথে যাত্রা" অত্যন্ত সময়োপযোগী, বাস্তবভিত্তিক ও তাৎপর্যপূর্ণ। অটিজম নিয়ে বাংলাদেশের ব্যাপক পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে সারাবিশ্বের ন্যায় বাংলাদেশেও "বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবস ২০২৪" পালিত হচ্ছে। সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় ও তার অধীনস্থ দপ্তরসমূহ, বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠান ও সামাজিক সংগঠন বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ করে দিবসটিকে সাফল্যমণ্ডিত করে তুলেছে।
Autism (অটিজম) শব্দটি বহু পূর্ব থেকেই আমাদের অভিধানে ছিলো। কিন্তু এই শব্দগুলো বিগত কয়েক বছর আমাদের দেশের মানুষের কাছে সুপরিচিতি পেয়েছে। পরিবার ও সমাজে মানুষ এ সম্পর্কে সচেতন হচ্ছে এবং অটিস্টিক শিশুদের প্রতি যত্নশীল ও সহানুভূতিশীল হচ্ছে। অটিজম ও অটিস্টিক শব্দগুলো বাংলাদেশের মানুষের কাছে সুপরিচিত করেছেন সায়মা ওয়াজেদ পুতুল। তিনি WHO Regional Director for South-East Asia, মনোবিজ্ঞানী, পরমাণু বিজ্ঞানী ডঃ এমএ ওয়াজেদ মিয়া ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সুযোগ্য কন্যা। অটিস্টিক শিশুদের জন্য তিনি ২০১৪ সালে সূচনা ফাউন্ডেশন গড়ে তুলেছেন। সূচনা ফাউন্ডেশন স্নায়ু-বিকাশগত প্রতিবন্ধকতা ও মানসিক স্বাস্থ্য সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিকভাবে পিছিয়ে পড়া অনগ্রসর জনগোষ্ঠীকে অগ্রসর করার জন্য কাজ করে থাকে। Shuchona Foundation is a not-for-profit advocacy, research and capacity-building organization specializing in neurodevelopmental disorders (NDDs) and mental health. আমি সূচনা ফাউন্ডেশন-এর নির্বাহী পরিষদের একজন সদস্য হিসেবে কাজ করতে পেরে নিজেকে গর্বিত মনে করি।
অটিজম হলো স্নায়বিক বৈকল্য বা প্রতিবন্ধী। এটা বৈশ্বিক সমস্যা। Autism spectrum disorder (ASD) is a neurological and developmental disorder that affects how people interact with others, communicate, learn, and behave. People with ASD often have problems with social communication and interaction, and restricted or repetitive behaviors or interests. It is important to note that some people without ASD might also have some of these symptoms. But for people with ASD, these characteristics can make life very challenging. স্নায়বিক বৈকল্যের এসব শিশু সমাজে ছিলো, আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে। আমাদের সচেতনতার অভাবে, অবহেলা ও অনিচ্ছার কারণে এসব শিশু পরিবার ও সমাজে বোঝা হয়ে ছিলো। কিন্তু আমরা যদি একটু গভীরভাবে লক্ষ্য করি তাহলে দেখতে পাবো এসব শিশুরও মেধা আছে, সুন্দর মন আছে, পরিশ্রম করার মানসিকতা আছে, সমাজে তারাও অবদান রাখতে পারে। আমি কিছু শিশুকে চিনি। তাদের কেহ কেহ ভালো ছবি আঁকতে পারে, কুটির শিল্পের কাজ করতে পারে, ঘরের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধির জিনিস পত্র তৈরি করতে পারে। তাদের সমাজের মূলস্রোতে আনার জন্য পরিবার ও সমাজেরও দায়িত্ব আছে। আমাদের সচেতন হতে হবে, তাদের প্রতি যত্নশীল ও সহানুভূতিশীল হতে হবে। উন্নত বিশ্বে অটিস্টিক শিশুদের সহজ ব্যবহারযোগ্য ও সহায়ক প্রযুক্তির প্রচলন শুরু হয়েছে। ফলে তাদের কর্মস্পৃহা ও কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। বাংলাদেশেও তার ব্যবহার শুরু হয়েছে। সূচনা ফাউন্ডেশন এই কাজটি শুরু করেছে এবং এর ফলে মানুষের মাঝে সচেতনতা তৈরি হচ্ছে।
অটিজম রোগী কি স্বাভাবিক জীবন যাপন করতে পারে? অটিজমে আক্রান্ত একজন মানুষ সঠিক সহায়তা এবং সম্পদের মাধ্যমে পুরোপুরি স্বাভাবিক জীবনযাপন করতে পারেন। বয়স বাড়লে কি অটিজম ভালো হতে পারে? হ্যাঁ, অটিজমে আক্রান্ত কিছু শিশু বিশ্বের সাথে আরও বেশি ব্যস্ত হয়ে পড়ে এবং পরিণত হওয়ার সাথে সাথে তাদের আচরণে কম ব্যাঘাত দেখায়। প্রকৃতপক্ষে, যাদের সবচেয়ে কম গুরুতর সমস্যা রয়েছে তারা শেষ পর্যন্ত স্বাভাবিক বা কাছাকাছি-স্বাভাবিক জীবনযাপন করতে পারে। এজন্য সরকার, সমাজ ও পরিবারের সহায়তা প্রয়োজন।
বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বের বর্তমান সরকার বিগত ১৫ বছরে অটিজম নিয়ে বহু কাজ করেছেন। সামাজিক নিরাপত্তার আওতা ও পরিমাণ যেমন বৃদ্ধি করেছেন ঠিক একইভাবে অটিস্টিক মানুষের সুরক্ষার জন্য আইন ও নীতিমালা তৈরি করেছেন। অটিজম বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন ব্যক্তিদের জীবনমান উন্নয়নে বিশেষ নজর দয়া হয়েছে। তাদের জন্য অনেক প্রকল্প ও কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে অটিজম বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন মানুষকে আরো কর্মক্ষম করার জন্য তাদের সম্ভাবনাগুলোকে চিহ্নিত করে সঠিক পরিচর্যা, শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, স্নেহ-ভালোবাসা প্রদান করা হলে তারা সমাজ ও রাষ্ট্রের বোঝা না হয়ে সম্পদে পরিণত হবে। জাতির পিতার কন্যা সকল সহায়তা প্রদান করবেন। অটিজম বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন মানুষকে সমাজে এখন আর অবহেলার চোখে দেখে না। সমাজের এই যে পরিবর্তন এটা সায়মা ওয়াজেদ এর দূরদর্শিতা ও একাগ্রতায় সম্ভব হয়েছে। এজন্য তাকে ধন্যবাদ জানাই।
জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলা ও তাঁর কন্যার স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে অটিজম বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন মানুষকে সমাজের মূল স্রোতে ক্ষমতায়ন করে তাদের জীবনমান পরিবর্তন করতে পারলেই আজকের "বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবস ২০২৪" সফল হবে। সকলকে ধন্যবাদ।
জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবি হোক

অধ্যাপক ডাঃ আ.ফ.ম. রুহুল হক এমপি

অন্যান্য কার্যক্রম

এনডিডি শিশু/ব্যক্তিদের পুনর্বাসন: অটিজম ও এনডিডি ব্যক্তিদের সার্বিক জীবনমান উন্নয়নে বগুড়া জেলায় ৫০ জন পুরুষ ও ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জেলায় ৫০ জন মহিলা এনডিডি শিশু/ব্যক্তিকে পুনর্বাসনের লক্ষ্যে অচিরেই দুটি কেন্দ্র চালু করা হবে এর মধ্যেমে এনডিডি বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন ব্যক্তিদের প্রাতিষ্ঠানিক পুনর্বাসন কাজের সূচনা হবে।

সাংস্কৃতিক চর্চা, মেধা বিকাশ ও চিত্রাংকন প্রতিযোগিতার আয়োজন: এনডিডি শিশু ও ব্যক্তিদের প্রতিভা ও মেধা বিকাশের লক্ষ্যে বিভিন্ন দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে চিত্রাংকন, রচনা প্রতিযোগিতা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় এবং তাদের পুরস্কার ও সম্মাননা প্রদান করা হয় যা একটি চলমান কার্যক্রম।

বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবস ও অন্যান্য দিবস উদযাপন: প্রতিবছর ২ এপ্রিল তারিখে বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবস সারাদেশব্যাপী যথযোগ্য মর্যাদায় উদযাপন করা হয়ে থাকে। অটিজম বিষয়ে ব্যাপক জনসচেতনতা বৃদ্ধি ও অবদান রাখতে উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে অটিজম পদক প্রদান করা হয় এবং জনসচেতনতা বৃদ্ধিতে লিফলেট, পোস্টার, ব্রুশিউর ও দৈনিক পত্রিকায় ক্রোড়পত্র প্রকাশ করা হয়। বিশ্ব ডাউন সিনড্রোম দিবস ও সেরিব্রাল পালসি দিবসসহ বুদ্ধি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য বিশেষ দিবস যথাযোগ্য মর্যাদায় উদযাপন করা হয়।

সরকারের পাশাপাশি বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থা, দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন উন্নয়ন অংশীদার, সমাজ হিতৈষী ব্যক্তি, অটিজম ও নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল ডিজএ্যাবিলিটিস বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন শিশুদের বিকাশে আন্তরিকভাবে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। সরকারি- বেসরকারি উদ্যোগে আন্তরিকভাবে অটিজম বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন ব্যক্তির কল্যাণে অংশগ্রহণ করা হলে বাংলাদেশের সাংবিধানিক অঙ্গীকার এবং জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন অভিলক্ষ্যের ভিত্তিতে সকলের জন্য সমঅধিকার, ন্যায়পরায়নতা ও সুন্দর কর্মসংস্থানের মাধ্যমে বাংলাদেশ অচিরেই উন্নত ও সমৃদ্ধ দেশ হওয়ার গৌরব অর্জনে সক্ষম হবে।

মোঃ শাহ আলম
ব্যবস্থাপনা পরিচালক (যুগ্মসচিব)
নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট